বাংলা ছবির শিল্পী ও কলাকুশলীদের জীবনের সার্থক প্রতিচ্ছবি!

।। বাংলা চলচ্চিত্রের শিল্পী ও কলাকুশলীদের জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী ।

কাহিনী, চিত্রনাট্য পরিচালনা

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

নকল সোনা

সংগীত পরিচালনা

নচিকেতা ঘোষ

প্রযোজনা ঃ হিমাংশু চক্রবর্তী। গীতরচনা ঃ গৌরী প্রসন্ন মজুমদার। সম্পাদনা ঃ অমিয় মুখার্জী। চিত্রগ্রহণ ঃ বিজয় ঘোষ। শিল্প নির্দেশনা ঃ সুনীতি মিত্র। প্রধান সহকারী পরিচালক ঃ জগদীশ মণ্ডল। ব্যবস্থাপনা ঃ নিশীথ চক্রবর্তী। রূপসজ্জা ঃ বসির আমেদ। প্রচার উপদেষ্টা ঃ শ্রীপঞ্চানন। নৃত্য পরিচালনা ঃ শক্তি নাগ। পরিবেশনা উপদেষ্টা ঃ মানিক রায়। ভাষ্যকার ঃ দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। শব্দগ্রহণ ঃ অনিল নন্দন। প্রচার সচিব ঃ নিতাই দত্ত। প্রচার অংকন ঃ ডিজাইন, রতন বরাট, পালিত ও রাজপথ প্রচারক।

কণ্ঠসংগীতে ঃ হেমন্ত মুখার্জী, সন্ধ্যা মুখার্জী, শ্যামল মিত্র, অনুপ ঘোষাল, কল্যানী মণ্ডল ও স্বপ্না দাশগুপ্তা। সংগীত গ্রহণ ঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ ও সত্যেন চ্যাটার্জী। শব্দ পুনঃর্যোজনা ঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ। স্থির-চিত্রগ্রহণ ঃ পিক্স ষ্টুডিও। পশ্চাৎ পটশিল্প ঃ বলরাম চ্যাটার্জী, নবকুমার কয়াল। পোষাক পরিচ্ছদ ঃ দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই। সজ্জাকর ঃ শের আলী। ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনা ঃ প্রভাত দাস। পরিচয় লিখন ঃ শচীন ভট্টাচার্য। আবহসংগীত ঃ সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা। আলোক সম্পাত ঃ সতীশ হালদার, দুঃখীরাম নস্কর, কেষ্ট দাস, ব্রজেন দাস, অনিল পাল, মঙ্গল সিং, বেণুধর বিশওয়াল। দৃশ্যসজ্জা ঃ পঞ্চু পোরে, কালিন্দী, মণি সর্দার, ননী সর্দার, গোপাল ভৌমিক, মহম্মদ, হারু প্রামাণিক, সন্তোষ, সুনীল বসু, লালমোহন, জব্বর। রসায়নাগারে ঃ তারাপদ চৌধুরী, অবনী রায়, রবীন ব্যানার্জী, কানাই ব্যানার্জী, ফণী সরকার, অবনী মজুমদার, নিরঞ্জন চ্যাটার্জী ও পাঁচুগোপাল ঘোষ।

সহকারীবৃন্দ—পরিচালনায় ঃ কাজল মজুমদার, মিহির সরকার, তপন মুখার্জী। সংগীত পরিচালনা ঃ ভি, বালসারা, দেবীরঞ্জন ব্যানার্জী। চিত্রগ্রহণে ঃ পঙ্কজ দাস, ভবতোষ ভট্টাচার্য্য। সম্পাদনায় ঃ শেখর চন্দ। ব্যবস্থাপনায় ঃ গোকুল বালা, দুঃখী নায়ক। শিল্প নির্দেশনায় ঃ বুদ্ধদেব ঘোষ। শব্দগ্রহণে ঃ জুগা রাম। সঙ্গীত গ্রহণে এবং শব্দ পুনঃর্যোজনায় ঃ জ্যোতি চ্যাটার্জী, ভোলানাথ সরকার, গোপাল ঘোষ, বলরাম বারুই, প্রভাত দাস। রূপসজ্জায় ঃ মুন্সীরাম শর্ম্মা। প্রচারে ঃ অধ্যাপক শান্তিময় কারফর্মা এম. এ., নিকুঞ্জ রাঢ়ী, গোপাল দেবনাথ, নিকুঞ্জ কিশোর বসু ও সুকান্ত গাঙ্গুলী এম. এ।

রূপায়ণে ঃ কল্যাণী মণ্ডল, পিনাকী সেনগুপ্ত, নবাগতা রূপা চৌধুরী, কাজল মজুমদার, সর্বেন্দ্র, কৃষ্ণা বসু, জহর রায়, মৃণাল মুখার্জী, বাসন্তী চ্যাটার্জী, পারিজাত বসু, রথীন বসু, জগদীশ মণ্ডল, দিলীপ মুখার্জী, অজিত ঘোষ, রজত ঘোষ, সুনীল দাশগুপ্ত, শান্তিময় ব্যানার্জী, চিরঞ্জীব দত্ত, ডাঃ বলাই দাস, ডাঃ অলক পাল, শ্রীকান্ত গুহঠাকুরতা, কেষ্ট ব্যানার্জী, সুনীতি মিত্র, মাঃ মলয়, অরুণ মুখার্জী, গৌতম পোদ্দার, হাসি মজুমদার, দীপক মুখার্জী, দুলাল সাহা, বিভাস রায়চৌধুরী, সতীশ হালদার, মাঃ দেবাশীষ, দীপেন্দ্র মোহন, রবি দাস, অঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শিবনাথ সরকার, মিহির পাল, ডাঃ অসিত সাহা, নব্যেন্দু চ্যাটার্জী, অনাদি ব্যানার্জী, পরিতোষ রায়, রবীন মুখার্জী, নিশীথ চক্রবর্তী, মনীশ দাশগুপ্ত, শ্যামল মুখার্জী, শংকর গুহ, গীতাচরণ, নির্মল গুপ্ত, গণেশ বসু, হেমন্ত মুখার্জী, নচিকেতা ঘোষ, শ্যামল মিত্র, পবিত্র চ্যাটার্জী, মানু সেন, পিনাকী মুখার্জী, অমিয় মুখার্জী, শ্রীপঞ্চানন, হিমাংশু চক্রবর্তী, শংকর চ্যাটার্জী, তরুণ গুপ্ত, শেখর চন্দ, দীপেন, কাজল, উত্তম, সঙ্গীতা, শ্রীদাম, শ্যামল, গজেন, ননী, ভানু, বিকাশ, আর, বি, মেহতা, বিজয় ঘোষ, ধীরেন গুহ, সত্যেন বসু, বিপ্লব, অশোক, রতন, অপরেশ দুলু, তপন, প্রদ্যোৎ, ছোটকা, জগন্নাথ মহান্ত, ডাবু গাঙ্গুলী, রাধুবাবু, হুনো, গুলে, মাধাই, সত্য, প্রশান্ত, মানু প্রভৃতি এবং এন, টি, এক নম্বর ষ্টুডিও, টেকনসিয়ান্স ষ্টুডিও, ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিও এবং এন, টি, ২নং ষ্টুডিওর কলাকুশলীবৃন্দ।

এন, টি, এক নম্বর ষ্টুডিওতে ওয়েস্ট্রেকস্ শব্দযন্ত্রে, গৃহীত, এবং আর, বি, মেহতার তত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম্ ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

উত্তর কলকাতার একজন সৌখিন অভিনেতা বন্ধুদল কর্ত্তৃক উৎসাহিত হয়ে সিনেমার হিরো হওয়ার স্বপ্ন বুকে নিয়ে ষ্টুডিওতে এসে উপস্থিত হ'লো।

একজন সহকারী পরিচালক সমর মজুমদার-এর সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে, তার কাছ থেকে সহৃদয় ব্যবহার পেয়ে আরো আশার সঞ্চার হ'লো তার মনে।

ছোট খাটো সুযোগও কিছু এলো তার জীবনে। তারই চেষ্টায় তাদের পাড়ার একটি গাম্বিকা। নেপথ্য গাম্বিকা হওয়ার সুযোগ পেলো, নাম করলো, খুব বড় গাম্বিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠাও অর্জ্জন করলো।

সৌখিন অভিনেতাটির নাম ভ্যাবলা ওরফে মদন চ্যাটার্জ্জী। দিনের পর দিন ষ্টুডিও পাড়ায় ঘুরে দেখলো এই আলোর জগৎ—সিনেমা জগৎটাকে।

বাইরে থেকে যা ভাবা যায়—তা নয়। এখানে আলোর চেয়ে আঁধারই বেশী। দুস্থ শিল্পী, পরিচালক এবং দুস্থ কলাকুশলীর সংখ্যাই সেখানে বেশী। এখানে সত্য কম, মিথ্যা বেশী। আশা বেশী, সফলতা কম। তবু আশা ছাড়ে না ভ্যাব্‌লা,—হিরো তাকে হতেই হবে —হতেই হবে কিন্তু হ'লো কি? ? ?

——o——

(১)

একদিনেতেই হইনি আমি
তোমাদের এই হেমন্ত।
কুঁড়ি ছাড়াই ফুল ফুটেছে
শুনিনি ভাই এমন তো॥
ছোট থেকেই হয় যে বড়
জেনেও কেন এ ভুল কর
তোমাদের ভুল বিচারে হ'লো না ভাই
খুশি আমার এ মন তো॥
কেন অনাদরে গান ধরবার
আগেই ওকে থামিয়ে দিলে
আসর থেকে নামিয়ে দিলে
রাতারাতি রাজ্যটারে
কে ব'ল জয় করতে পারে
তোমাদের কানে ব'ল কে দিয়েছে
ভুল বোঝারই এ মন্ত্র॥

কণ্ঠ ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

(২)

বাঃ চমৎকার এই দুনিয়াটা
যার পা আছে তাকে চলতে হয় না
যার পা নেই তাকেই চলতে হয়
বোবাকেই কথা বলতে হয়
বাঃ চমৎকার এই দুনিয়াটা॥
সপাং সপাং পড়ছে পিঠে
কোচোয়ানের চাবুকটা
স্বপ্ন দেখার ফলটা যে কি
মূর্খ বিবেক ভাবুক তা।
যার ইচ্ছে ছিল আমি কাঁঠাল হবো
তাকে ডাঁড়শ হয়ে ফলতে হয়॥
বোবাকেই কথা বলতে হয়
বাঃ চমৎকার এই দুনিয়াটা॥
হ্যাট্ হ্যাট্ বলে তাড়াচ্ছে কে
মোষের মত মানুষকে
জেনেও কেন ওড়াও তবু
মিথ্যে খুশীর ফানুসকে
যার ইচ্ছে ছিল আমি সূর্য্য হবো
তাকে লম্ফ হয়ে জ্বলতে হয়॥
বোবাকেই কথা বলতে হয়
বাঃ চমৎকার এই দুনিয়াটা॥

কণ্ঠ ঃ শ্যামল মিত্র

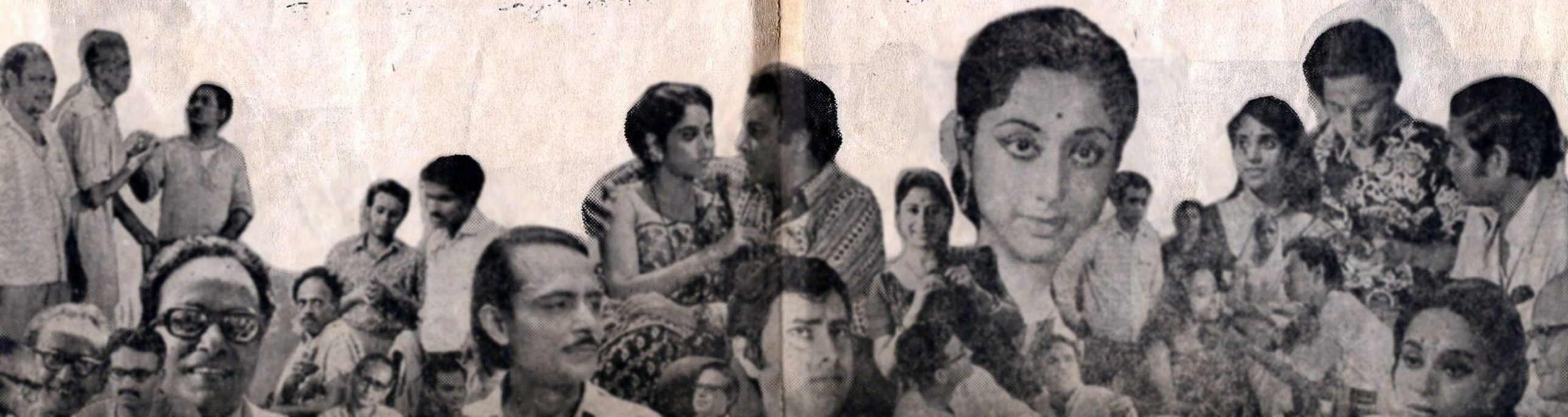

(৩)

কতদূর—
এই পথ আমায় নিয়ে যাবে জানি না।
কে প'ড়ে রবে জানি না
কে সাথী হবে জানি না
কতদূর—
যদি জানতাম তাকে
সাথে নেতে আমি বলতাম
যদি মানতাম তার
পাশে ছায়া হয়ে চলতাম
সেই আলো আশা নেই
ভালবাসা নেই
কি ফেলে এলাম
কি ভুলে গেলাম
আজ হাতে ধরি অতীতেরই সেই আয়না
সেই চেনা মুখ চোখ দু'টো খুঁজে পায় না।
কি আমি নিলাম
কি তাকে দিলাম
সেই সে হিসাব
রেখে কিবা লাভ
লা—লালা—লালা লা—
কতদূর—

কণ্ঠ ঃ সন্ধ্যা মুখার্জী

(৪)

ছেলে—উত্তম হিরো হ'লে
মেয়ে—সুচিত্রা হিরোইন
আমি কি হবো হবো
ছেলে—আমি কি হবো
মেয়ে—ভাল ভাল প্রেমের কথা ওরাই যদি বলে
আমি কি করো ?
ছেলে—যদি ভাল সাজ ওরাই পরে
সব কিছু ওরাই করে
আমি কি চিরটাকাল ডমি সেজেই রবো ?
ছিটে ফোঁটা রোল যদি পাই
কপাল এমন ফাটা
সম্পাদকের কাঁচিতে হায়
তাও শেষে যায় কাটা।
সন্ন্যাসী—মিছেই ওদের হিংসে কর
মনে মনে গুম্‌রে মর
দ্যাখো, বামন হয়ে চাঁদকে ধরার
স্বপ্ন অভিনব।
ছেলে+মেয়ে—এ জন্মে তো হ'লো না সুচিত্রা নয়
উত্তম হয়ে
আবার জন্ম লবো ॥
মেয়ে—সুচিত্রা সেন হবো
ছেলে—উত্তমকুমার হবো

কণ্ঠ ঃ অনুপ ঘোষাল, স্বপ্না দাশগুপ্তা, শ্যামল মিত্র।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ সন্তোষ সিংহ, উত্তমকুমার, সৌমিত্র চ্যাটার্জী, সাবিত্রী চ্যাটার্জী, অনুপকুমার, অপর্ণা সেন, মাধবী চক্রবর্তী, শুভেন্দু চ্যাটার্জী, দীপ্তি রায়, তপতী দেবী, রবীন মজুমদার, পার্থ মুখার্জী, তরুণ কুমার, চিন্ময় রায়, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, শমিতা বিশ্বাস, শেখর চ্যাটার্জী, নৃপতি চ্যাটার্জী, অজিত চ্যাটার্জী, সমর কুমার, তরুণ মজুমদার, অজয় কর, সলিল সেন, অমরচন্দ্র নান, অঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মিসেস শান্তিলতা দত্ত, ডাবু গাঙ্গুলী, (রসা ইলেকট্রীক), রূপবানী সিনেমা, ইন্দিরা সিনেমা, চিত্র প্রযোজক শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, লাইফ সেভিং সোসাইটি, বিজন ফার্মেসী (চণ্ডীতলা), সৌমেন চ্যাটার্জী (চিত্র পরিবেশক), শ্রীসুধীর সাহা, শ্রীশিবপদ মিত্র।

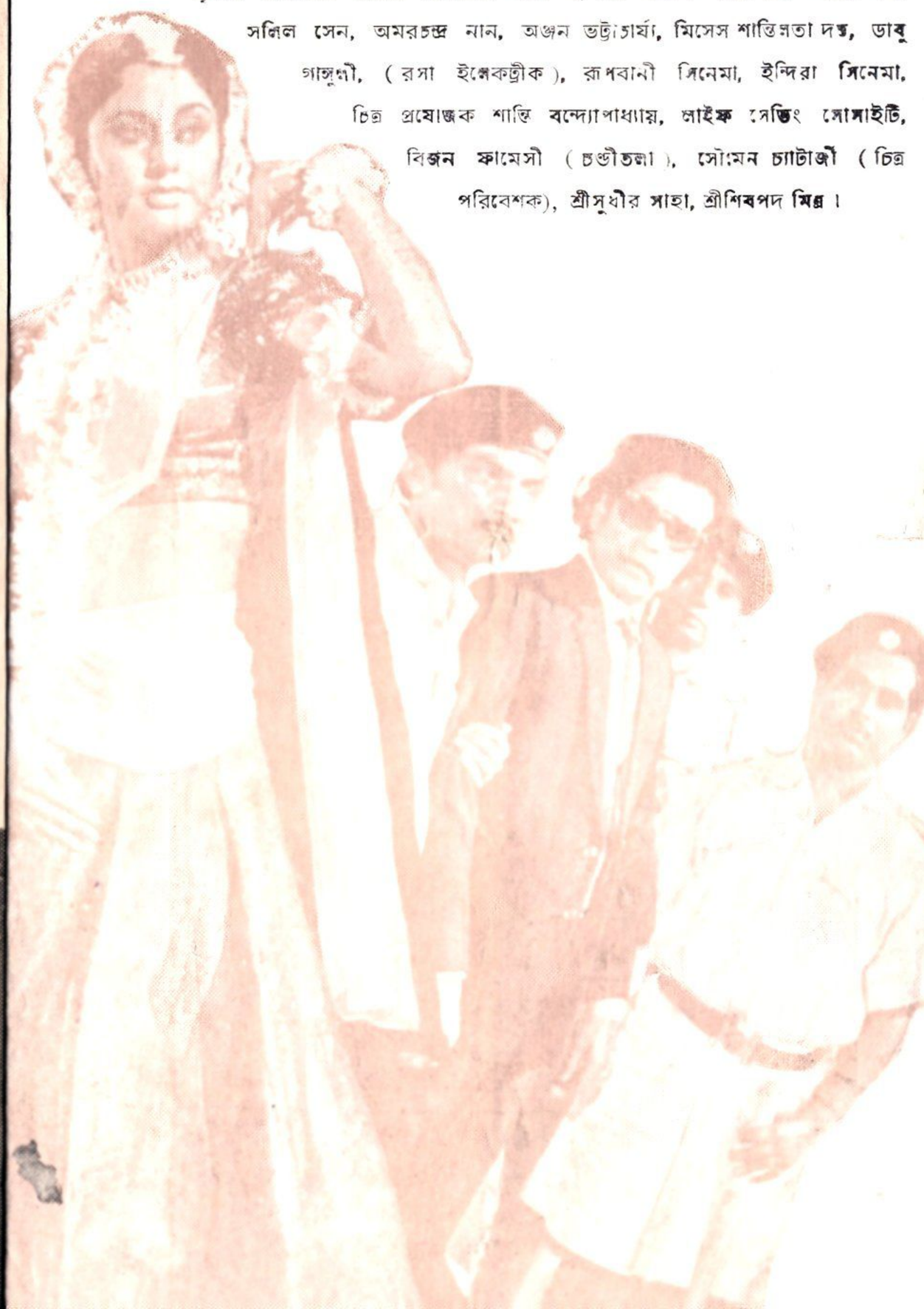

।। পরবর্ত্তী আকর্ষণ ।।

● বিশ্ব পরিবেশনা ঃ মিলি পিকচার্স, ৩, সাকলাত প্লেস, কলিকাতা—১৩ ●

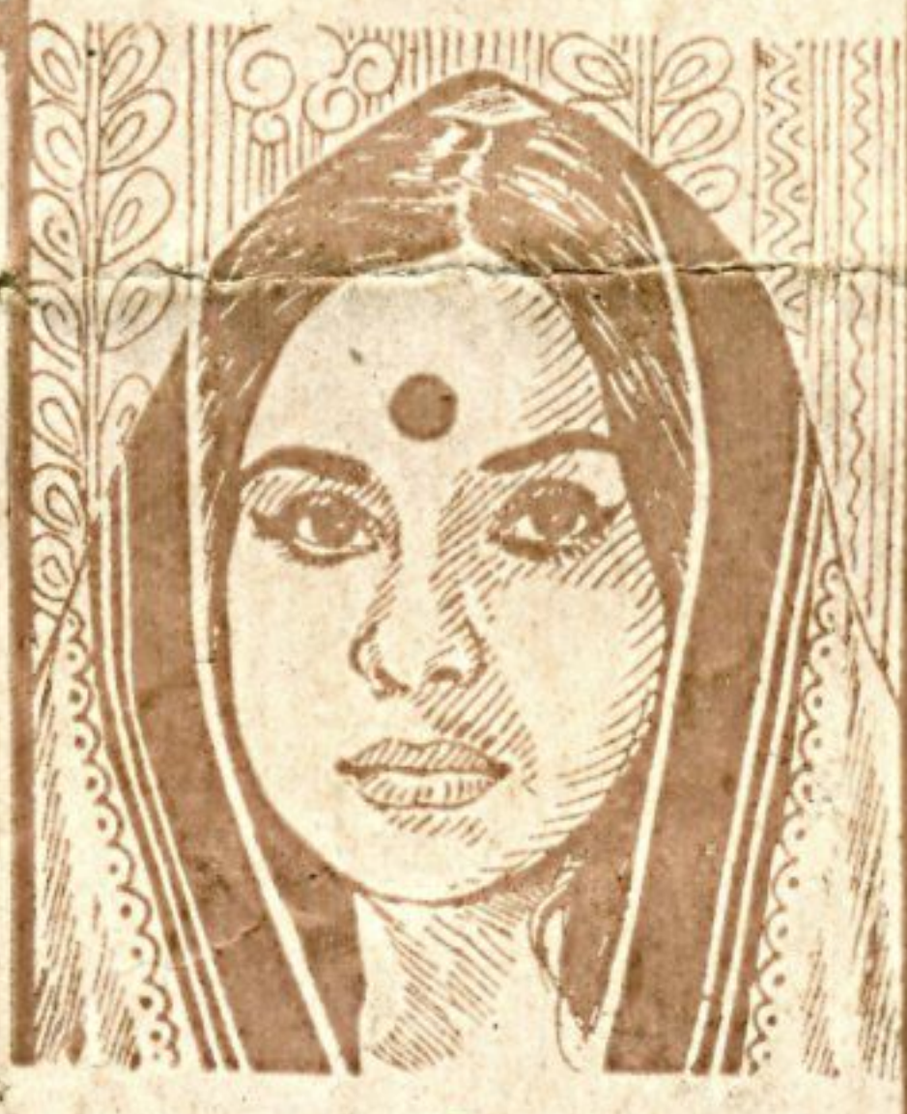

মিলি পিক্‌চারসের প্রচার সচিব নিতাই দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত।

মুদ্রনে ঃ প্রিন্টোরিয়েন্ট. ৩২/১৩/বি, বিডন ষ্ট্রীট. কলি-৬

পরিকল্পনা, সম্পাদনা ও গ্রন্থনা ঃ শ্রীপঞ্চানন